

(খ) আবেদনকারীর নামে থাকা অথবা তার পিতা-মাতা/স্বামী-স্ত্রী/প্রাপ্তবয়স্ক সন্তান (ভোটার তালিকায় যার নাম ইতিমধ্যেই একই ঠিকানায় নথিভুক্ত)-এর মধ্যে যে কোনও একজনের নামে থাকা ঠিকানার প্রমাণ পত্রের স্ব-প্রত্যয়িত কপি [এর মধ্যে যে কোনও একটি সংলগ্ন করুন]

(অ) বাসস্থানের প্রামাণ্য নথি ^:- (এর মধ্যে যে কোনও একটি)

১. ওই ঠিকানায় থাকা জল/বিদ্যুৎ/গ্যাস-এর লাইন সংযোগের বিল (কমপক্ষে ১ বছর)
২. আধার কার্ড
৩. রাষ্ট্রায়ত্ত/তালিকাভুক্ত ব্যাংক/ডাকঘরের সাম্প্রতিক পাসবই
৪. ভারতীয় পাসপোর্ট
৫. কিশাণ বই সহ রাজস্ব দপ্তরের জমির স্বত্বাধিকার সংক্রান্ত নথি
৬. নিবন্ধীকৃত ভাড়া লিজ-এর দলিল (ভাড়াটিয়ার ক্ষেত্রে)
৭. নিবন্ধীকৃত বিক্রয় দলিল (নিজস্ব গৃহের ক্ষেত্রে)

(আ) বাসস্থানের প্রমাণ সংক্রান্ত অন্য কোনও নথি :-

(যদি উপরিউক্ত কোনও নথি না থাকে) (অনুগ্রহ করে উল্লেখ করুন) # _____

(৯) প্রতিবন্ধকতার ধরন, যদি থাকে (ট্রিচ্ছিক) চলৎশক্তিহীনতা দৃষ্টিহীনতা মুক ও বধিরতা

যদি অন্য কিছু হয় (বর্ণনা করুন) _____

অক্ষমতার শতকরা হার : %, শংসাপত্র সংলগ্ন করা হল (যথাযথ ঘরে ✓ চিহ্ন দিন) হ্যাঁ না

(১০) আমার পরিবারের যে সদস্যের সঙ্গে আমি বসবাস করি এবং যার নাম ইতিমধ্যেই সাম্প্রতিক ঠিকানা সহ ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত আছে, তার/সম্পর্কে তথ্যাদি নীচে দেওয়া হল :

পরিবারের সদস্যের নাম : _____ আবেদনকারীর সঙ্গে সম্পর্ক : _____

তার ভোটার কার্ডের (এপিক) নম্বর : _____

ঘোষণা

আমি এতদ্বারা ঘোষণা করছি যে আমার জ্ঞান ও বিশ্বাস মতে—

(i) আমি একজন ভারতীয় নাগরিক এবং _____ রাজ্য/কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল-এর _____ জেলার _____ গ্রাম/শহরে আমার জন্ম হয়েছে।

(ii) আমি ফর্ম-৬ এর ৮(ক) দফায় উল্লিখিত ঠিকানায় _____ থেকে (মাস ও বছর উল্লেখ করুন) সাধারণভাবে বসবাস করছি।

(iii) আমি এই প্রথম ভোটার তালিকায় নাম অন্তর্ভুক্ত করার জন্য আবেদন করছি এবং আমার নাম অন্য কোনও বিধানসভা/সংসদীয় নির্বাচন ক্ষেত্রের ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত নেই।

(iv) জন্মতারিখ বা বয়সের প্রমাণপত্র হিসাবে (৭) (খ) (অ)-এর বর্ণিত কোনও নথি আমার কাছে নেই। সেই কারণে আমি বয়সের প্রামাণ্য নথি হিসেবে _____ (নথির নাম) সংলগ্ন করেছি (প্রযোজ্য না হলে কেটে দিন)।

(v) আমি সচেতনভাবে অবহিত রয়েছি যে এই আবেদনপত্রে মিথ্যা বিবৃতি বা ঘোষণা পেশ করা এবং যে তথ্য আমি মিথ্যা বলে জানি বা বিশ্বাস করি অথবা সত্য বলে বিশ্বাস করি না তা পেশ করা জনপ্রতিনিধিত্ব আইন, ১৯৫০-এর ৩১ নম্বর ধারা (১৯৫০ এর ৪৩) অনুসারে শাস্তিযোগ্য অপরাধ, যাতে এক বছরের মেয়াদ পর্যন্ত কারাবাস অথবা জরিমানা অথবা উভয়ই হতে পারে।

তারিখ : _____

স্থান : _____

আবেদনকারীর স্বাক্ষর/বাম হাতের বৃদ্ধাসুষ্ঠের ছাপ

অভিগম্যতা সংক্রান্ত নির্দেশ :- প্রতিবন্ধকতা যুক্ত ব্যক্তিদের অধিকার আইন ২০১৬ এবং প্রতিবন্ধকতা যুক্ত ব্যক্তিদের অধিকার বিধি, ২০১৭ এর প্রেক্ষিতে মানসিকভাবে প্রতিবন্ধী, অটিজম, সেরিব্রাল পালসি ও একাধিক প্রতিবন্ধকতা যুক্ত ব্যক্তি প্রভৃতি ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা যুক্ত ব্যক্তিদের স্বাক্ষর বা বাম হাতের বৃদ্ধাসুষ্ঠের ছাপ অথবা তার আইনগত অভিভাবকের স্বাক্ষর বা বামহাতের বৃদ্ধাসুষ্ঠের ছাপ প্রয়োজন।

বিশেষ দৃষ্টব্য—

*	বিবাহিতা মহিলা আবেদনকারীর ক্ষেত্রে স্বামীর নাম উল্লেখ অগ্রাধিকার দেওয়াই কাম্য।
^	উল্লিখিত নথিগুলির স্ব-প্রত্যয়িত কপি জমা করার মধ্যে দিয়ে দ্রুত পরিষেবা প্রাপ্তি সুনিশ্চিত হবে।
#	উল্লিখিত নথিগুলির কোনওটি-ই না থাকলে ক্ষেত্র স্তরে যাচাই বাধ্যতামূলক। উদাহরণ, গৃহহীন ভারতীয় নাগরিক যারা অন্য দিক থেকে নির্বাচক হওয়ার যোগ্য কিন্তু সাধারণ বাসিন্দা হিসেবে যাদের বসবাসজনিত প্রামাণিক নথি নেই তাদের সম্পর্কে সরেজামিনে যাচাই করার জন্য নির্বাচন নিবন্ধন আধিকারিক কোনও একজন আধিকারিকের উপর দায়িত্ব অর্পণ করবেন।

প্রাপ্তিস্বীকার পত্র / রসিদ

প্রাপ্তিস্বীকার পত্র নং : _____ তারিখ _____
৬নং ফর্মে শ্রী/শ্রীমতী/কুমারী _____ -এর আবেদনপত্রের প্রাপ্তিস্বীকার করা হলো।

[আবেদনপত্রের বর্তমান স্থিতি যাচাই করতে আবেদনকারী এই প্রাপ্তিস্বীকারপত্রের নম্বর উল্লেখ করতে পারেন]

নির্বাচনী নিবন্ধন আধিকারিক/

সহ নির্বাচনী নিবন্ধন আধিকারিক/বুখ স্তরের আধিকারিক-এর নাম/স্বাক্ষর

আবেদনপত্র পূরণ করার নির্দেশিকা

ফর্ম-৬

১। সাধারণ নির্দেশাবলি—

- (ক) আবেদনকারী যে বিধানসভা নির্বাচনক্ষেত্রের (AC) মধ্যে সাধারণত বসবাস করেন, সেখানকার নির্বাচনী নিবন্ধন আধিকারিক (ERO)-এর নিকট তাঁকে আবেদন করতে হবে। যদি আবেদনকারীর বিধানসভা নির্বাচনক্ষেত্রের নাম বা নম্বর জানা না থাকে অথবা এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ থাকে, তবে নির্বাচনী নিবন্ধন আধিকারিক তাঁকে এ বিষয়ে সাহায্য করতে পারেন এবং বিধানসভা নির্বাচনক্ষেত্রের নাম ও নম্বর উল্লেখ না করার কারণে কোনো আবেদন বাতিল হবে না।
- (খ) আবেদনকারী আবেদনপত্রে উল্লেখ্য বিষয়গুলি ইংরেজি অথবা রাজ্যের সরকারি ভাষায় পূরণ করতে পারেন এবং এই বিষয়টি আবেদনপত্র বাতিল করার হেতু হিসাবে গণ্য করা যাবে না।
- (গ) সেবাকর্মীরা, যাঁরা তাঁদের শাস্ত্র কর্মস্থলের এলাকায় সাধারণ নির্বাচক হিসাবে নির্বাচক তালিকায় নাম নথিভুক্ত করার আবেদন করেছেন, তাঁদের এ বিষয়ে নিশ্চয়তা দিতে হবে যে, অন্য কোনো নির্বাচন ক্ষেত্রে তাঁদের নাম সাধারণ নির্বাচক বা কর্তব্যরত থাকা হেতু নির্বাচক হিসাবে ইতিমধ্যে নথিভুক্ত করা হয়নি।
- * (ঘ) ফোটোগ্রাফ : সাম্প্রতিক কালে তোলা ভালো মানের পাসপোর্ট মাপের অস্বাক্ষরিত সাদা ব্যাকগ্রাউন্ডে রঙিন ফোটোগ্রাফ (৪.৫ সেমি × ৩.৫ সেমি) নির্ধারিত স্থানে স্টেটে দিতে হবে। ছবিতে চোখ খোলা থাকতে হবে এবং মুখের উভয় প্রান্ত স্পষ্ট বোঝা যাবে।
- (ঙ) সচিত্র ভোটার পরিচয়পত্র (EPIC) : নথিভুক্তির পর নির্বাচকের সচিত্র পরিচয়পত্র (EPIC) যথাযথ প্রাপ্তিস্বীকারপত্র সহ স্পিড পোস্ট মারফৎ বিনামূল্যে পৌঁছে দেওয়া হবে।

২। **দফা (১) * (নাম) :** রাজ্যের সরকারি ভাষা ও ইংরেজি উভয় ভাষাতেই সঠিক বানানে নাম লিখতে হবে। এক ভাষায় পূরণ করা হলে সিস্টেম নিজে নিজেই প্রতিবর্ণীকরণ করে নেবে, যার ফলে বানান ভুলের সম্ভাবনা থাকতে পারে।

৩। **দফা (২ক) ও (২খ) (আত্মীয়ের নাম ও পদবি) :** বিবাহিতা মহিলা আবেদনকারীর ক্ষেত্রে স্বামীর নাম উল্লেখ করা বাঞ্ছনীয় (যে বিকল্পগুলি প্রযোজ্য নয় সেগুলি কেটে দিন)।

৪। **দফা (৫) আধার-এর বিশদ বিবরণ :** তথ্য প্রামাণীকরণের উদ্দেশ্যে আধার নম্বর দাখিল করা আবশ্যিক। যদি আবেদনকারীর আধার নম্বর না থাকে, তাহলে ৫(খ) দফায় নির্দিষ্ট ঘরে সেটি উল্লেখ করতে হবে।

৫। **দফা (৬) (লিঙ্গ) :**

* (ক) লিঙ্গের ক্ষেত্রে পুরুষ/নারী/তৃতীয় লিঙ্গ-কে সঠিক ঘরে ✓ চিহ্ন দিয়ে স্পষ্ট ভাবে বোঝাতে হবে।

(খ) তৃতীয় লিঙ্গভুক্ত আবেদনকারীরা তাঁদের লিঙ্গ ‘পুরুষ’ বা ‘নারী’ বা ‘তৃতীয় লিঙ্গ’ হিসাবে উল্লেখ করতে পারেন।

৬। **দফা ৭(ক) (খ) (জন্মতারিখ) :**

* (ক) ফর্মে উল্লেখ করা নথির যে-কোনো একটির স্বপ্রত্যয়িত কপি বয়সের প্রমাণ হিসাবে দাখিল করতে হবে। ফর্মে উল্লেখ করা নথি দাখিল করা হলে দ্রুত নিবন্ধীকরণ ও পরিষেবা প্রদান করা সম্ভব হবে।

(খ) যদি ফর্মে উল্লেখ করা কোনো নথিই পাওয়া না যায়, তবে আবেদনকারীকে বয়সের প্রমাণ হিসাবে অন্য কোনো নথি আবেদনপত্রের সঙ্গে জুড়ে দিতে হবে; এবং সেই নথির নাম ফর্মের “ঘোষণা” অংশের দফা ৭(২) এবং দফা (৪)-তে উল্লেখ করতে হবে। এক্ষেত্রে আবেদনকারীকে ব্যক্তিগতভাবে নির্বাচনী নিবন্ধন আধিকারিকের সামনে অথবা তাঁর দ্বারা নিযুক্ত কোনো আধিকারিকের সামনে যাচাই-এর জন্য হাজিরা দিতে হবে।

৭। **দফা ৮ (বর্তমান সাধারণ ঠিকানা) :**

* (ক) পিন কোড সহ সম্পূর্ণ ডাক-যোগাযোগের ঠিকানা উল্লেখ করতে হবে তৎসহ আবেদনকারী/তাঁর মাতা-পিতা/স্বামী বা স্ত্রীর নামের যে কোনো একটি স্বপ্রত্যয়িত উল্লিখিত নথি, তা সাধারণ বসবাসের ঠিকানার প্রমাণ হিসাবে দাখিল করতে হবে।

(খ) ছাউনিতে/ফুটপাতে বসবাসকারী গৃহহীন ভারতীয় নাগরিক এবং যৌন কর্মী, যাদের সাধারণ বসবাসের প্রামাণ্য নথি নেই, তাদের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সরেজমিন তদন্ত হবে, তবে তা হবে এই শর্তে যে তাঁরা অন্যান্য দিক থেকে তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হওয়ার যোগ্য।

(গ) যে সকল ছাত্র-ছাত্রীরা তালিকাভুক্তির যোগ্য তাদের হয় মাতা-পিতার ঠিকানায় অথবা হস্টেল, মেসবাড়ি যেখানে তারা সাধারণভাবে বাস করেন, সেখানকার ঠিকানায় তালিকাভুক্ত করা যেতে পারে।

৮। ***ঘোষণা :** “ঘোষণা” অংশের সকল জ্ঞাতব্য বিষয়াদি সমস্ত দিক সম্পূর্ণ হতে হবে। অনুগ্রহপূর্বক স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, ঘোষণা অংশে কোনো অসত্য তথ্য প্রদান করা হলে, তা জন প্রতিনিধিত্ব আইন, ১৯৫০-এর ৩১ নম্বর ধারায় (১৯৫০-এর ৪৩ নম্বর ধারায়) শাস্তিযোগ্য অপরাধ, যাতে একবছরের মেয়াদে কারাদণ্ড, অথবা জরিমানা অথবা উভয় শাস্তিই হতে পারে।